সাতদিন

২৩ আগস্ট : বাগেরহাটে আওয়ামী লীগের মিছিলে বিএনপি সমর্থকরা হামলা চালালে ডা. মোজাম্মেলসহ কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়।

২৪ আগস্ট : গ্রেনেড হামলার ঘটনায় ৫৭ ঘন্টা মৃত্যুর সঙ্গে লড়ে চিরবিদায় নিলেন আইভি রহমান।

২৫ আগস্ট : ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলা ও গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে এবং জোট সরকারের পদত্যাগের দাবিতে স্বতঃফূর্তভাবে হরতালের দ্বিতীয় দিন পালিত।

২৬ আগস্ট : ইউরোপীয় ইউনিয়নের ঢাকাস্থ মিশন প্রধানগণ গ্রেনেড হামলার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সরকারের প্রতি দ্রুত নিরপেক্ষ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।

২৭ আগস্ট : বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের লাশ দেশে এসে পৌঁছালে তার গ্রামের বাড়ি মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের রাঢ়ীখালে দাফন সম্পন্ন হয়।

২৮ আগস্ট : হামলা, লাঠিচার্জ ও গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে সারা দেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত হয়েছে।

২৯ আগস্ট : আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলার ঘটনায় ইন্টারপোলের দুই বিশেষজ্ঞের কার্যক্রম শুরু।

চট্টগ্রামের ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যা মামলার রায়ে ৬ আসামির মৃত্যুদন্ড।

গ্রেনেড হামলা এবং সরকার বিরোধী ঐক্য

অনিরুদ্ধ ইসলাম

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে রাজনৈতিক দলসমূহের ঐক্য সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও ঐক্যের। এরশাদ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে প্রথমে ১৫ ও ৭ দলের যুগপৎ কর্মসূচি ও পরবর্তী তিন জোটের লিয়াজোঁ কমিটি দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে। এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকেই বিএনপি সরকার বিরোধী আন্দোলনে বিরোধী আওয়ামী লীগ তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টিকে আন্দোলনের সঙ্গী করে। পরবর্তীতে বিএনপি আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে হঠানোর জন্য চারদলের জোট গড়ে তোলে। সেই চারদলীয় জোট দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়েছে। এই চারদলীয় জোটের বিরুদ্ধে আন্দোলনেও তাই বিরোধী দলসমূহের ঐক্যের প্রশ্নটি প্রধান হিসেবে দেখা দিয়েছে। কিন্তু অতীতে যত দ্রুততার সঙ্গে এ ধরনের ঐক্য গড়ে উঠেছে এবার সে ধরনের ঐক্য গড়ে উঠছে না। বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভক্তি দেশের রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যে দাঁড়িয়েছে। বিএনপি এখনও চারদলের কথা বললেও সরকারে ঐ জোট চর্চা সেভাবে নেই। চারদলের জোটের অন্যতম শরিক জামায়াতে ইসলামীকে দুটি মন্ত্রণালয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। জোটের অন্য দুটি দল ক্ষমতার কোনো ভাগ পায় নি। পক্ষান্তরে বিরোধীদল আওয়ামী লীগকেও সরকার বিরোধিতার ক্ষেত্রে একলা চলতে হচ্ছে প্রথম থেকে। যারা আওয়ামী লীগের জাতীয় ঐকমত্যের সরকারের সঙ্গী ছিল তারাও বিরোধী অবস্থানে আওয়ামী লীগকে সহায়তা করতে এগিয়ে আসেনি। আওয়ামী লীগ শাসনামলের অভিজ্ঞতা, নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার একলা চল নীতি আওয়ামী লীগের সমমনা দলগুলোকে তার থেকে দূরে রেখেছে। কিন্তু ক্ষমতাসীন চারদলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহের ঐক্য ছাড়া যে তাকে নড়ানো যাবে না সেটা আওয়ামী লীগ এবার বিশেষভাবে উপলব্ধি করে। সে কারণে নানাভাবেই তারা বিরোধী অন্যান্য দলগুলো, বিশেষ করে বামপন্থি দলগুলোকে তাদের সপক্ষে নেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু সেটা বাস্তবে রূপ নেয়নি।

আওয়ামী লীগ সংসদ ও সংসদের বাইরে এককভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছিল। পাশাপাশি বামপন্থি দলগুলোও আলাদাভাবে আন্দোলন করতে থাকে। আন্দোলনের এই পক্ষগুলোর মধ্যে ঐক্য বিধানের জন্য এবার আওয়ামী লীগ বিরোধী বামপন্থি দলগুলোর সঙ্গে 'এক সঙ্গে

অবশেষে ঐক্যের জন্য বৈঠক

এই শতাব্দীর সাপ্তাহিক ২০০০

অনলাইনে প্রতিদিন হিট ৬০ হাজার

জন্ম থেকেই সাপ্তাহিক ২০০০ পাঠকপ্রিয়তা পেয়েছে। প্রচন্ড ভালোবাসায় পাঠক গ্রহণ করেছে সাপ্তাহিক ২০০০কে। পত্রিকাটির প্রতি পাঠকের কতটা আগ্রহ তা বোঝা যায় এর অনলাইন এডিশনেও। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, ইন্টারনেটে সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রতিদিনের হিট সংখ্যা গড়ে ৬০,০০০। গত ৩০ আগস্ট হিট হয় ৬২,০৪৪ এবং ১৯ আগস্ট হিট সংখ্যা ছিল ৬৫,৪২১। অধিকাংশ দৈনিক পত্রিকার চেয়ে যা অনেক বেশি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর ওয়েব সাইট **www.shaptahik2000.com**।

আন্দোলন, একসঙ্গে নির্বাচন, একসঙ্গে সরকার গঠন' এই আহ্বানে এসব দলগুলোকে ঐক্যের কথা বলে। এসব দলের বাইরে এরশাদের জাতীয় পার্টি ও নবগঠিত বিকল্পধারার প্রতিও তারা ঐক্যের আহ্বান জানায়। গত ৩০ এপ্রিল আওয়ামী লীগ সরকার পতনের যে ডেডলাইন প্রদান করে তার প্রেক্ষিতে বিরোধী দলগুলোর সঙ্গে তাদের ঐক্যবিধান জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই ঐক্য গড়ে ওঠেনি। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যের ক্ষেত্রে কেবল হাসানুল হক ইনুর নেতৃত্বাধীন জাসদ ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করে। অপরদিকে ওয়ার্কার্স পার্টি ২০০২ সালে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ও জাসদের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক ঐক্যের কথা বললেও ১১ দলের অন্যান্য শরিকদের আপত্তির কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। অবশ্য খুলনায় তিনটি জুট মিলকে লে-অফ করার প্রেক্ষিতে শিল্প শ্রমিকদের ডাকা হরতাল ও অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের ওপর নির্মম আক্রমণের প্রেক্ষিতে ডাকা হরতালের ব্যাপারে ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিপিবি আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে ঐ কর্মসূচি পালন করে। কিন্তু তারপরও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট কোনো কর্মসূচিতে বিরোধী এসব দলগুলোকে একসঙ্গে পাওয়া যায়নি।

গত ২১ আগস্ট ঢাকায় আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলাকে কেন্দ্র করে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার বিরোধী আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ রূপ নিতে শুরু করেছে। সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাসহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বের প্রাণনাশের প্রচেষ্টা দেশের বিরোধী দলসমূহকে এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ঐ গ্রেনেড হামলার পর শেখ হাসিনার বাসভবনে তাকে দেখতে গিয়ে ১১ দল ও জাসদ নেতৃবন্দ তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ কর্মসূচি হিসেবে বিক্ষোভ-হরতাল কর্মসূচির একটি প্যাকেজ ঘোষণা করে। মাঝখানে ঐ গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমান মৃত্যুবরণ করলে এই তিনটি দল ও জোট শোকর‌্যালি, বিক্ষোভ মিছিল ও সবশেষে ২৮ আগস্ট সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালনের ঘোষণা আসে আওয়ামী লীগ, ১১ দল, জাসদ ও ন্যাপ (মোঃ)-এর এক যৌথ বৈঠক থেকে।

খুব স্বাভাবিকভাবেই দেশের বিরোধী দলসমূহের ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন সম্পর্কে আশাবাদী হয়ে উঠেছে দেশবাসী ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এই ঐক্য নিয়ে সংশয় এখনও কাটেনি। প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ একই মঞ্চে সব বিরোধী দল, বিশেষ করে বামপন্থি দলগুলোকে শামিল করতে বিশেষ আগ্রহী হলেও, বামপন্থি ১১ দলের মধ্যে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন নিয়ে এখনও বিরোধিতা আছে। ১১ দলের শরিক বাসদ, বিএনপি-আওয়ামী লীগ দ্বিদলীয় মেরুকরণের বাইরে একটি বিকল্প গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনো প্রকার ঐক্য ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিরোধী। আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পরপরই ১১ দলের সভাতে তারা ঐ ঘটনার পরও আওয়ামী লীগের সঙ্গে মিলে, এমনকি সমন্বিতভাবে কোনো প্রকার কর্মসূচি দিতে আপত্তি জানায়। গণফোরাম ঐ সভায় উপস্থিত ছিল না। তবে তারাও ১১ দলের পক্ষ থেকে ঐ ঘটনার প্রতিবাদে আলাদাভাবে কর্মসূচি দিতে বলে। ১১ দলের ঐ সভা থেকে শেখ হাসিনার বাসভবনে তাকে দেখার জন্য অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গেলেও বাসদ নেতৃবৃন্দরা যায়নি। সুধাসদনে ঐ সাক্ষাতের সময়ে উপস্থিত আওয়ামী লীগ, ১১ দল ও জাসদ নেতৃবৃন্দ এক সঙ্গে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের কর্মসূচি প্রদান করে। সুধাসদন থেকে দেয়া ঐ ঘোষণাই বিএনপি-জামায়াত জোটের বিরুদ্ধে বিরোধী দলসমূহের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এই নতুন পর্ব শুরু করেছে। ১১ দলের শরিক বাসদ অবশ্য পরবর্তীদিন অনুষ্ঠিত ১১ দলের সভায় নোট অব ডিসেন্ট দিয়ে ঐ কর্মসূচি মেনে নেয়। ১১ দলের আরেক শরিক সিপিবি ঐ ঘোষণার সময় সুধাসদনে উপস্থিত থাকলেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে যে পদ্ধতিতে ঐ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষিত হয় সে সম্পর্কে তাদের আপত্তি জানায় এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের প্রশ্নে কার্যত একটি দ্ব্যর্থবোধক অবস্থান নেয়। বিরোধী দলের এই ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে ওয়ার্কার্স পার্টির ভূমিকাই প্রধান ছিল। ওয়ার্কার্স পার্টি এই ঘটনার আগেই দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সন্ত্রাস, মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার এই একটি ইস্যুর ভিত্তিতে ১১ দল, বামগণতান্ত্রিক দল, জাসদ ও আওয়ামী লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের আহ্বান জানায়। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার ঘটনার দিন দুপুরে তা সংবাদ সম্মেলনে ওয়ার্কার্স পার্টি ঘোষণা করে যে তারা এই ঐক্য গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ইতিমধ্যে এই গ্রেনেড হামলা ঘটে যাওয়ায় ওয়ার্কার্স পার্টির তরফ থেকে ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সেই উদ্যোগকে আরও জোরদার করা হয়। জানা যায় যে ওয়ার্কার্স পার্টি তার এই ঐক্যপ্রয়াসে ১১ দলের অন্যান্যদের স্বমতে আসতে ড. কামাল হোসেনের গণফোরাম ও সিপিবির সঙ্গে আলোচনা করে। ড. কামাল হোসেনের বাসায় আহূত ১১ দলের সভাতেও ওয়ার্কার্স পার্টি তার এই দৃঢ় অবস্থানের কথা ব্যক্ত করে। কিন্তু ঐ সভাও সিদ্ধান্তহীনভাবে মুলতবি হয়।

ইতিমধ্যে অবশ্য ঐসন্ধ্যাতেই আওয়ামী লীগ ও জাসদ ড. কামাল হোসেনের বাসভবনে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচি গ্রহণের ব্যাপারে চাপ দিলে তিনি রাজি হন। ওয়ার্কার্স পার্টি ও সিপিবি নেতৃবৃন্দ সেখানে উপস্থিত হলে টেলিফোনে অন্যান্য চারদলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে আইভি রহমানের মৃত্যুতে শোক র‌্যালি ও বিক্ষোভ মিছিলের দেশব্যাপী কর্মসূচি ঘোষিত হয়। এবারও আওয়ামী লীগ। ১১ দল ও জাসদের কোনো পূর্ণাঙ্গ বা আনুষ্ঠানিক সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। তবে এসব কোনোদলই এ ধরনের কর্মসূচি নিতে আপত্তি করেনি। ড. কামাল হোসেনের বাসাতেই স্থির হয়, পরদিন আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে ১১ দলের বৈঠকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি স্থির হবে।

কিন্তু পরদিন সিপিবি অফিসে ১১ দলের সভায় আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিষয়টি বাসদের আপত্তির

সম্মুখীন হয়। সিপিবি'র তরফ থেকে ড. কামাল হোসেন ও বিকল্পধারার মধ্যে বৈঠকের কথা তুলে তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়। অপরদিকে গণফোরামের প্রতিনিধিরাও সভায় জানান যে ড. কামাল আওয়ামী লীগ অফিসের সভায় ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকবেন না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সিপিবিও আওয়ামী লীগের সভায় যেতে রাজি হয়নি। ফলে বাসদ ও সিপিবির প্রতিনিধিদের বাদ দিয়েই ১১ দলের একটি প্রতিনিধি দল আওয়ামী লীগ অফিসের যৌথ বৈঠকে যোগ দেয়। এবার সেখানে মোজাফফর ন্যাপের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত ছিলেন। ঐ যৌথ বৈঠক থেকে এই চারটি দল গত শনিবারের (২৮ আগস্ট) হরতালের কর্মসূচি ঘোষণা দেয়। ঐ সভা থেকে এটাও জানান হয় যে, পরবর্তীতে এই দলগুলো মিলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচিসমূহ ঘোষণা করবে।

কিন্তু ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলা দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আন্দোলনের কর্মসূচিতে ঐক্যবিধান করলেও, এই ঐক্য এখনো কোনো সুনির্দিষ্ট রূপ নিয়ে গড়ে ওঠেনি। তবে বিরোধীদল সমূহের মধ্যে আন্দোলনের এই যে ঐক্য গড়ে উঠেছে এর সঙ্গে শরিক দু-একটা দল ছাড়া বাকিরা তাকে এগিয়ে নিতে আগ্রহী। এই ঐক্যের ব্যাপারে ওয়ার্কার্স পার্টির অবস্থানের কথা আগেই বলা হয়েছে। জানা গেছে, ঐক্যের প্রশ্নে সিপিবির মধ্যে যে দোদুল্যমানতা ছিল সেটা কেটে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য তারা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভা ডেকেছে। ১১ দলের বাসদও তার পূর্বতন অবস্থান থেকে কিছুটা সরে এসেছে। আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্য করার ব্যাপারে তার পূর্বের আপত্তি বহাল থাকলেও ১১ দলের স্বতন্ত্র অবস্থানের ভিত্তিতে তারা আওয়ামী লীগের সঙ্গে আন্দোলনের কর্মসূচি সমন্বিত করার ব্যাপারে রাজি হয়েছে। গণফোরামও সেই মত প্রকাশ করেছে। তবে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ঐক্যের ব্যাপারে তারা একটা সামগ্রিক সমঝোতায় পৌঁছতে চায় যাতে আওয়ামী লীগ পরবর্তীতে তাদের কমিটমেন্ট থেকে পিছু হটতে না পারে।

এই ঐক্যের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিল বলেন, 'বিরোধী সব দলই এখন সরকার পতনের একদফা দাবিতে একমত। ঐক্যের একটি চলমান প্রক্রিয়া। ঐক্যে প্রক্রিয়া এগিয়ে চলছে।' ১১ দলের নেতা ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেন, 'দেশের সামনে মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী শক্তির যে ভয়াবহতা তাকে ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো বিকল্প নেই। এর জন্য যত বেশিসংখ্যক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় সেদিকেই নজর দিতে হবে। অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো বাদেও বিভিন্ন শ্রেণী পেশার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, ছাত্র, যুব, নারী সবাইকে একই আন্দোলনের ছাতার নিচে দাঁড় করাতে হবে। মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাসী চক্রের বিরুদ্ধে একটি সার্বিক আবহ তৈরি করতে হবে। গণজাগরণের সৃষ্টি করতে হবে। এই গণজাগরণের জন্য ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই। এ ঐক্যের নানারকম রূপ হতে পারে। জনমানসে এই ঐক্যের ধারণা সৃষ্টি হলেই তারা আন্দোলনের ব্যাপারে আস্থাশীল হয়ে উঠবে।'

ফলোআপ

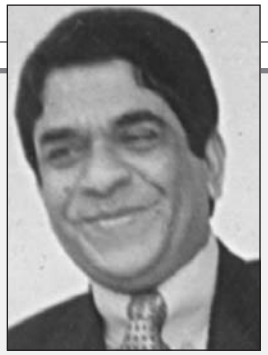

gmv web kg‡mi Avµvš

সাপ্তাহিক ২০০০-এর গত সংখ্যায় একটি বিশেষ প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল 'X-ফাইল আদম ব্যাপারী মুসা বিন শমসেরের প্রতারণা' শিরোনামে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ৮০-এর দশক থেকে বিদেশে পাঠানোর নাম করে মুসা ২ হাজার ১৩৬ জনের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। এদের বিদেশে চাকরি দেয়ার প্রলোভন দেখিয়ে হাতিয়েছেন প্রায় ৪৫ কোটি টাকা। সর্বশেষ ইটালি পাঠানোর এক ভুয়া হুজুগ তুলেও শতাধিক মানুষকে পথে বসিয়েছেন। সাপ্তাহিক ২০০০-এ এ সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার ৩ দিনের মাথায় গত ২১ আগস্ট ড্যাটকোর বনানীস্থ অফিসে উপস্থিত হয় প্রতারিতদের ২০-২৫ জনের একটি দল। এরা টাকা চাইতে অফিসের ভেতরে ঢুকতে উদ্যত হলে ড্যাটকোর কর্মচারীরা বাধা দেয়। এ নিয়ে অফিসের কর্মচারী এবং প্রতারিতদের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয় বলে জানা গেছে। প্রতারিতরা অফিসে ঢুকতে না পেরে এক পর্যায়ে সামনের রাস্তায় বিক্ষোভ শুরু করে। বিষয়টি একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের খবরে দেখানো হয়। সূত্র জানিয়েছে, মুসা বিন শমসেরের নিজ জেলা ফরিদপুরে এই রিপোর্ট ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় লোকজন বলছেন, মুসা বিন শমসের স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতা করেছিলেন। এরপর তিনি নানা অপকর্মের জন্ম দিয়েছেন। আদম ব্যবসায় নেমে হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাদের আর বিদেশে পাঠাননি। কিন্তু তার এই অপকর্ম এতোকাল কোনো পত্রিকায় সাহসের সঙ্গে আসেনি। সাপ্তাহিক ২০০০-এর এ রিপোর্ট প্রকাশের পর ফোন করে অনেকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কুষ্টিয়ার অনেক মানুষ মুসা বিন শমসের কর্তৃক প্রতারিত হয়েছেন। সেখানেও বেশ সাড়া ফেলেছে এই রিপোর্ট।

আপনার 'সাপ্তাহিক ২০০০' ২৭ আগস্ট সংখ্যায় প্রকাশিত ওসমান ইন্টারলাইনিংসের ওপর প্রতিবেদন প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া

২০০৫ সাল-পরবর্তী বাংলাদেশের রপ্তানি বস্ত্র শিল্প যে তীব্র আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হবে তা মোকাবেলা করার ক্ষেত্রে ওসমান ইন্টারলাইনিংসের উৎপাদিত পণ্য দ্রুত ডেলিভারির মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

ওসমান ইন্টারলাইনিংস একটি ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং এটা ব্যাক টু ব্যাক এল/সি-এর বিপরীতে ইপিজেড এবং কাস্টমস কর্তৃপক্ষের যথাযথ তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণভাবে নিয়মনীতি অনুসরণ করে পণ্য সরবরাহ করে থাকে। যেহেতু ইপিজেড এবং কাস্টমসের আমদানি-রপ্তানি সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান মোতাবেকে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে, সেহেতু শুল্ক ফাঁকি দেবার কোনো অবকাশ নেই।

আমাদের প্রতিষ্ঠানসহ এই শিল্পে নিয়োজিত অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ একই নীতি ও নিয়মের আলোকে ব্যবসা পরিচালনার উদ্দেশ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধন ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত হয়েছে এবং তারাও একই প্রক্রিয়ায় তাদের ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে।

নিবন্ধে সরকারের যে রাজস্ব হারানোর কথা বলা হয়েছে তা সঠিক নয়।

বি এ খান
নির্বাহী পরিচালক
ওসমান ইন্টারলাইনিংস লিঃ, ঢাকা

গ্রেনেড হামলা

আহতদের বেঁচে থাকার লড়াই

গ্রেনেড হামলায় আহত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, সুলতান মোহাম্মদ মনসুর এবং ওবায়দুল কাদের

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

২১আগস্টের আওয়ামী লীগের জনসভায় বর্বর গ্রেনেড হামলার পর হাসপাতালগুলোতে জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে আহতরা লড়ছেন। এখন আহতের শরীর থেকে গ্রেনেডের স্প্লিন্টার সরানো সম্ভব হচ্ছে না। ফলে শরীরের যন্ত্রণা বাড়ছে। অনেকে উন্নত চিকিৎসা না পাওয়ায় পঙ্গুত্বের দিকে এগোচ্ছে। জানা গেছে, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মারাত্মক আহত প্রায় ২৫ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দেশের বাইরে পাঠানো প্রয়োজন বলে ডাক্তারা জানিয়েছেন। অর্থের অভাবে অনেকে ওষুধও কিনতে পারছে না। মারাত্মক আহত হয়ে বারডেমে চিকিৎসায় রয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা নির্মল গোস্তামী। তার সারা শরীরে স্প্লিন্টার। পুরো শরীরটাই ক্ষত-বিক্ষত। শিকদার মেডিকেলে চিকিৎসায় রয়েছেন ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু। তার দুই পায়ে শতাধিক স্প্লিন্টার ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলেছে। নজরুল ইসলাম বাবুকে ডাক্তাররা চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, 'জনসভার পর ট্রাকের মাইক ধরে মিছিল এগিয়ে নেয়ায় দায়িত্ব আমাদের ছিল। এ কারণে ট্রাকের সিঁড়ির কাছে দিলাম। আপার (নেত্রীর) বক্তব্য শেষ হতেই শুরু হলো গ্রেনেড হামলা। এ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা এনামুল হক শামীম, অজয় কর খোকন।

মারাত্মক আহত অবস্থায় এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। তিনি গ্রেনেড হামলার সময় ট্রাকের পাশেই ছিলেন। ওবায়দুল কাদের ২০০০কে বলেন, 'নেত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে এমন হামলা কল্পনাও করা যায় না। নেত্রী থাকলে কর্মীদের উপস্থিতি বেশি হয়। কর্মীরা সাহসী ও দৃঢ় থাকেন। গ্রেনেড হামলা আমার এ বিশ্বাস পাল্টে দিয়েছে।' তিনি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'পার্টির পক্ষ থেকে আমি সব সময় নেত্রীকে রিসিভ করি। ঢাকা কিংবা ঢাকার বাইরে হোক। আমি মিছিলে সব সময় পায়ে হেঁটে চলতে পছন্দ করি। কারণ তাতে কর্মীরা উৎসাহিত হন। সেদিনও যথারীতি নেত্রীকে ট্রাকে তুলে আমি নিচে নেমে গিয়েছি। নেত্রীর কখন বক্তব্য শেষ হবে আমি বুঝতে পারি। এটা বুঝেই বক্তব্য শেষ হবার মিনিট তিনেক আগে ট্রাকের সিঁড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। নেত্রী খোদা হাফেজ বলতেই প্রথম গ্রেনেড। আমার মনে হলো শরীরে আগুনের ফুলকি এসে আমার ভেতরে ঢুকে গেল। তারপরও আমি চেষ্টা করলাম স্টেজের ওপর উঠতে। নেত্রীর কাছে যেতে। নেত্রীকে কিভাবে সেভ করা যায়। তারপর তো একের পর এক গ্রেনেড হামলা।'

শমরিতা হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে বাসায় ফিরেছেন আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক সুলতান মোহাম্মদ মনসুর। তিনি বলেন, বোমা হামলার প্রতিবাদে ২১ আগস্ট পূর্ব নির্ধারিত একটি কর্মসূচি ছিল। জননেত্রী শেখ হাসিনার সেখানে বক্তব্য দেয়ার কথা। এজন্য দলের কেন্দ্রীয় নেতা হিসেবে আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। গত ৩ বছর ধরে এ সরকার আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে মঞ্চ করতে

সুস্থ খাসির মাংস

খাসি ভেবে বকরীর মাংস L¡‡"Qb না তো? বিয়ে, জন্মদিন কিংবা অন্য যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য আমরা নিজস্ব খামারে, আধুনিক পরিচর্যায় বেড়ে ওঠা সুস্থ খাসির মাংস সরবরাহ করে থাকি। নিশ্চয়তা রয়েছে স্বাস্থ্যসম্মত মাংসের। প্রয়োজনে আপনার সামনে জবাই করে দেয়া হবে।

ব্ল্যাক বেঙ্গল গোট ফার্ম

ফোন : ৯১১৩৭৭১, ০১৭১৩৮৭৩৫৪, ০১৭১৯০৭৪৭৪

দেয় না। এ কারণে সেদিন অস্থায়ীভাবে ট্রাকের সামনে মঞ্চ করা হয়। নেত্রী বক্তব্য রাখলেন। ট্রাকে সাধারণত থাকে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্যরা। মহানগরের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন নেতা। নেত্রী যেখানে বসে বক্তব্য দিচ্ছিলেন তার ৭-৮ গজ উত্তর দিকে আমি ছিলাম। আমার পাশে ছিল কর্নেল (অবঃ) ফারুক খান এমপি, মির্জা সুলতান রাজা এমপি। আব্দুর রাজ্জাক ভাই বক্তব্য শেষে এখানে এসে দাঁড়ালেন। নেত্রী বক্তব্য শেষ করে জয় বাংলাও বলতে পারেননি। এমন সময় বোমাটি ব্লাস্ট হলো। এরপর আমি পড়ে যাই। কিভাবে পড়েছি তা বলতে পারবো না। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল বোমা হামলা। পড়ে পত্রিকায় দেখেছি গ্রেনেড হামলা হয়েছে। পড়ে গিয়ে আমি লক্ষ্য করলাম, ট্রাকের দক্ষিণ দিকে যে বোমাটি ব্লাস্ট হয়েছে তা রমনা ভবনে হোটেলের কাছ থেকে থ্রো করা হয়েছে। এরপর আস্তে আস্তে অজ্ঞান হয়ে পড়ি। জ্ঞান ফিরে দেখি আমি ঢাকা মেডিক্যালের একটি সিটে। শমরিতায় চিকিৎসা নিয়ে বাসায় গিয়েছেন সংসদ সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। বেশ কয়েকটি স্প্লিন্টার তার মাথায় লেগেছে। তিনি বলেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে এমনভাবে বিরোধী নেত্রীর ওপর হামলা বিশ্বে নজিরবিহীন। তিনি বলেন, গ্রেনেড বিস্ফোরণের পর আমি পড়ে যাই। জ্ঞান ফিরে দেখি রক্তাক্ত, আমি ক্ষত-বিক্ষত।

লিটুকেও হত্যা করা হলো

সারা দেশে র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র‍্যাব) হেফাজতে সন্ত্রাসীদের মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। অপরাধীদের ধরে কথিত ক্রসফায়ার দেখিয়ে গুলি করে হত্যা করার অভিযোগে র‍্যাবের পাল্লা ভারী হচ্ছে। র‍্যাব ঢাকায় শীর্ষ সন্ত্রাসী পিচ্চি হান্নান, কালা জাহাঙ্গীর, আন্ডার গ্রাউন্ডের জনযুদ্ধের খুলনার শীর্ষ ক্যাডার বিডিআর আলতাফ, বাগেরহাটের ইমাম হোসেনকে ক্রসফায়ারে হত্যা করার পর এবার খুলনা অঞ্চলের টপটেরর আসাদুজ্জামান লিটুকে একইভাবে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে লিটুর স্ত্রী শম্পা।

রবিউল আলম, *খুলনা থেকে*

সাংবাদিক আশরাফুল আলম খোকন উন্নত চিকিৎসা নিতে থাইল্যান্ড যাচ্ছেন

গ্রেনেড হামলায় বিভিন্ন পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার ৮ জন সাংবাদিক আহত হয়েছিলেন। এদের মধ্যে এটিএন বাংলার চিত্রগ্রাহক জাকির হোসেন সবচেয়ে বেশি জখম হয়েছিলেন। তার মাথায় স্প্লিন্টার ঢুকেছে। যাতে তার চোখেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি এখন থাইল্যান্ডের বামরুনগ্রাথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। জাকিরের পরে সাংবাদিকদের মধ্যে বেশি আহত হন চ্যানেল আইয়ের রিপোর্টার আশরাফুল আলম খোকন। তিনি এখন রেডক্রিসেন্ট হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার শারীরিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে। তবে তার শরীরে এখনো ৪০-৫০ টি স্প্লিন্টার রয়েছে বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। খোকন জানিয়েছেন, তার হাতে পায়ে এখনো অনেক ব্যথা আছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ তাকে সহসাই ব্যাংককে পাঠাচ্ছে।

হাসপাতালে পৌঁছে দেখি খুবই খারাপ অবস্থা। এমন একটি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবেলায় স্বাস্থ্য সেবা আমাদের গড়ে ওঠেনি। স্বাস্থ্য সেবা যতটুকু মানবিক তার চেয়েও রাজনৈতিক। পিজি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি ভিন্ন মতাবলম্বীরা খুলতেই দেয়নি। আমি ঢাকা মেডিকেল থেকে শমরিতায় যাই। এ হাসপাতাল থেকে বাসায় ফিরেছেন সংসদ সদস্য কাজী জাফর উল্লাহ। তার সারা শরীরেও স্প্লিন্টার। সেন্ট্রাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ইসহাক আলী খান পান্না। তার পেটের কাছে ঢুকে থাকা স্প্লিন্টারটি বেশ মারাত্মক বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন।

শিকদার মেডিক্যালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মহানগর ছাত্রলীগের বিপ্লব। তার দুই পায়ে ২০-২৫টি স্প্লিন্টার লেগেছে। মহিলা আওয়ামী লীগের নাসিমা রহমান, মাসুদা ইসলাম, ইয়াসমিন হোসেন চিকিৎসাধীন। শমরিতা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন নীলা চৌধুরী। ধানমন্ডির ট্রমা সেন্টারে চিকিৎসায় রয়েছেন লিটন মোল্লা, সৈয়দ জগলুল হোসেন, মোস্তফা ভূঁইয়া।

গ্রেনেডের স্প্লিন্টার কেড়ে নিয়েছে জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মাহফুজুর রহমানের ডান চোখ। এ হাসপাতালে ডান চোখে স্প্লিন্টার নিয়ে চিকিৎসাধীন বশির আহমেদ বাবুল। তাদের দুই জনকে ডাক্তার বিদেশে যাবার পরামর্শ দিয়েছেন। ঢাকা মেডিকেলে ১১ জন বোমা হামলার শিকার চিকিৎসাধীন রয়েছে। তাদের অনেকের অবস্থা মারাত্মক।

হাসপাতাল ঘুরে দেখা গেছে, চিকিৎসাধীন আওয়ামী লীগ সাধারণ কর্মীদের অবস্থা বেশ খারাপ। আপন জন বলতে তাদের দেখার কেউ নেই। তারা চেয়ে আছে নেত্রীর দিকে। নেত্রীর সাহায্যের জন্য। তাদের আশা, পার্টির পক্ষ থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের বিদেশ পাঠানো হবে।